গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা

মে/২০১৭ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন
ভারপ্রাপ্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
তারিখ : ২৮.০৫.২০১৭ খ্রিঃ
সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ (৯ম তলা), রেলভবন, ঢাকা।

০২। **উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট - 'ক'**

০৩। সভাপতি উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার শুরুতে তিনি মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল কর্মকর্তাকে স্বাগত জানান। তাঁর সভপতিত্বে অনুষ্ঠিত এটি প্রথম মাসিক সমন্বয় সভা হওয়ায় তিনি উপস্থিত কর্মকর্তাগণের সাথে পরিচিত হন। অতঃপর গত ২৬.০৪.২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হওয়ায় তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়। সভাপতি মাসিক সমন্বয় সভার আলোচ্যসূচী অনুসারে উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (প্রশাসন) কে অনুরোধ করেন।

৪.১। রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়ন (যাত্রীসেবা, নির্ধারিত সময় অনুসারে ট্রেন পরিচালনা ইত্যাদি):

আলোচনাঃ

সভার শুরুতে outsourcing এর মাধ্যমে সুইপার নিয়োগের বিষয়ে আলোচনা হয়। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) জানান যে, ২০০৭-০৮ সালের দিকে পশ্চিমাঞ্চলের outsourcing এর মাধ্যমে সুইপার নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল। পরবর্তীতে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা, টেন্ডারবাজী ইত্যাদির কারণে তা চালু রাখা সম্ভবপর হয়নি। পূর্বাঞ্চলেও ঐ একই কারণে সুইপার নিয়োগ করা যায়নি। যেহেতু outsourcing একটু সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, তাই বর্তমানে সুইপার এর কাজটি TLR (Temporary Labor)- দ্বারা করানো হচ্ছে। সভাপতি বলেন যে, যেহেতু পশ্চিমাঞ্চলে outsourcing এর মাধ্যমে সুইপার নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল, সেহেতু টেন্ডার ডকুমেন্ট এবং outsourcing এর বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা (Expertise) তাদের রয়েছে। এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে জুলাই মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে উভয় অঞ্চলে outsourcing কার্যক্রম সম্পন্ন করার উপর সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।

অতঃপর সভায় ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হারের বিষয়ে আলোচনা হয়। ডিজি, বিআর জানান যে, আন্ত:নগর, মেইল এক্সপ্রেস ও লোকাল ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার মার্চ/২০১৭ মাসে যথাক্রমে ৯১%, ৭৮%, ৮৯% । ফেব্রুয়ারি/২০১৭ মাসে আন্ত:নগর, মেইল এক্সপ্রেস ও লোকাল ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার ছিল যথাক্রমে ৯২%, ৮৪%, ৮৮%। নবনিয়োগকৃত স্টেশন মাস্টারদের পদায়ন করা হলে এবং বিদ্যমান গতি নিয়ন্ত্রণাদেশের সংখ্যা কমিয়ে আনা সম্ভব হলে সার্বিক সময়ানুবর্তিতার হার আরও উন্নত করা সম্ভব হবে। নতুন সময়সূচী কার্যকর হওয়ার পূর্বেই প্রচারের জন্য জাতীয় পত্রিকাসমূহে পত্র দ্বারা অনুরোধ করা হয়েছে। তাছাড়া প্রতিটি স্টেশনের সময়সূচি বোর্ডে নতুন সময়সূচি প্রদর্শন করা হচ্ছে এবং বিআর এর ওয়েব সাইটেও প্রদর্শন করা হচ্ছে।

ডিজি, বিআর আরো জানান যে, ট্রেনের ভিতর, সীট কভার এবং টয়লেট নিয়মিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে। এপ্রিল/১৭ মাসে পূর্বাঞ্চলে এবং পশ্চিমাঞ্চলে যথাক্রমে ৭২৯টি ও ৬৩৯টি কোচের ফিউমিগেশন এবং ১৮২টি ও ২০ টি কোচের চেয়ার পরিবর্তন/মেরামত করা হয়েছে। এসএসএই/টিএক্সআর এবং টিএক্সআরগণ কে আন্ত:নগর ট্রেনসহ সকল ট্রেনের পরিস্কার পরিছন্নতা এবং সম্মানিত সাধারণ যাত্রীগণ যাতে স্বাচ্ছন্দে ভ্রমণ করতে পারেন সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং তা যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে। সভায় হকার লাইসেন্স বাতিলের বিষয়ে আলোচনা হয়। সভাপতি বলেন যে, ইতোপূর্বে যারা হকার লাইসেন্স পেয়েছেন তারা যদি লাইসেন্সের শর্ত লঙ্ঘন করে কিংবা কোন অপরাধের সাথে জড়িত থাকে অথবা যাত্রীসাধারণের অসুবিধার কারণ হয় সেক্ষেত্রে লাইসেন্স এর শর্তের আলোকে তা বাতিল করা যেতে পারে । এ বিষয়ে আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত:

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে
(১)	আগামী ১৫ জুলাই, ২০১৭ তারিখের মধ্যে উভয় অঞ্চলে outsourcing এর মাধ্যমে সুইপার নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে। এক্ষেত্রে e-tendering এর মাধ্যমে outsourcing ফার্ম নিয়োগ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আই/আরএস/অপারেশন/) বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন/প্রকৌশলী/মেকানিক্যাল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(২)	উভয় অঞ্চলের আন্ত:নগর ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার কমপক্ষে ৯৫% এ উন্নীত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	
(৩)	ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হারের বিষয়টি জনসাধারণের নিকট বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
(৪)	বাংলাদেশ রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে যাত্রীবাহী ট্রেনের রেকের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও চেয়ার পরিবর্তন/মেরামত এর বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	

(৫)	লাইসেন্সধারী হকারগণ তাদের লাইসেন্সের শর্ত মেনে কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারবেন। তবে লাইসেন্সর শর্ত ভঙ্গ করলে বিধি মোতাবেক তাদের লাইসেন্স বাতিল করা হবে।	৫। চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার(পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.২। রেলওয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থাঃ

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, নিজ নিজ নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে যাত্রীদের সচেতন করার জন্য স্টেশনে এবং ট্রেনের ভিতরে বিভিন্ন সচেতনতামূলক ঘোষণা প্রচার করা হচ্ছে। তিনি আরো জানান যে, রেল লাইনের উপর পথচারী পারাপার ও নিরাপত্তা সংক্রা ন্ত বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি দৈনিক প্রথম আলো, বাংলাদেশ প্রতিদিন ও আমাদের সময় পত্রিকা র মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে। বর্তমানে প্রতিটি রেলওয়ে স্টেশনে অগ্নিনির্বাপনের ব্যবস্থা রাখা আছে। এর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করার জন্য ইতোমধ্যেই জোনাল পর্যায়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

সভায় ট্রেনে ঢিল ছোঁড়ার বিষয়ে আলোচনা হয়। কিছু কিছু জায়গায় চলন্ত ট্রেনে উৎসুক জনতা কর্তৃক ঢিল ছোঁড়ার কারণে প্রায়শই যাত্রী, ড্রাইভার গুরুতরভাবে আহত হয়ে থাকেন। ডিজি, বিআর জানান যে, ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের জন্য অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে এবং এলাকার বয়োজ্যেষ্ঠদের সহযোগিতায় অপরাধীদের সনাক্ত করে আটক করা হয়েছে কিংবা মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তাছাড়া এ বিষয়ে পত্রিকায় প্রচুর সচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক বলেন যে, ট্রেন যখন গতিশীল থাকে তখন ঢিল ছোঁড়া হলে তাৎক্ষণিকভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলা করা কিছুটা কঠিন। তবে এ বিষয়ে স্থানীয় সচেতনতা বৃদ্ধিসহ মসজিদে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এ সংক্রান্ত আলোচনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। সভাপতি বলেন, যে সব জায়গায় কিংবা সব ট্রেনে পাথর ছোঁড়া হয়না। তাই প্রাথমিকভাবে Stone Throwing Area গুলি চিহ্নিত করতে হবে। থানা/উপজেলা ভিত্তিক তালিকা স্থানীয় প্রশাসন তথা উপজেলা নির্বাহী অফিসার, স্থানীয় রেল প্রতিনিধির নিকট পাঠিয়ে তাদের সহায়তা চাওয়া যেতে পারে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার তখন প্রাপ্ত তালিকার ভিত্তিতে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, রেল প্রতিনিধি, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সকলকে নিয়ে Motivational সভা করে এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত:

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে
(১)	নিজ নিজ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে যাত্রীদের সচেতন করে তুলতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ। ৪। চীফ কমানড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
(২)	রেললাইনের উপর পথচারী পারাপার বিরোধী ভিডিও ক্লিপসমূহ ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
(৩)	প্রতিটি স্টেশনে অগ্নিনির্বাপনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং বৃদ্ধি করতে হবে।	
(৪)	আগামী মাসিক সমন্বয় সভায় থানা/উপজেলা ভিত্তিক “Stone Throwing Area”-র তালিকা উপস্থাপন করতে হবে।	

৪.৩। জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত:

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, রেলওয়ের জনবল নিয়োগের বিষয়ে Cabinet মিটিং-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি আরো জানান যে, নিয়োগের উপর আদালতের যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, তা তুলে নেওয়া হয়েছে। অতএব নিয়োগের এখন আর কোন বাধা নেই। সভাপতি জিএম পূর্ব/পশ্চিম এর নিকট রেলওয়ের প্রধান প্রধান পদে নিয়োগের অগ্রগতির বিষয়ে জানতে চান। জিএম (পূর্ব) জানান যে, ৮৬৫টি খালাসী পদে নিয়োগের বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয় হতে অনুমতি পাওয়া গেছে। এ্যাসিসটেন্ট লোকোমাস্টার-এর ৭৬টি পদে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফলাফল প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। সুইপার/পরিচ্ছন্ন কর্মীর ২১২ টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ট্রেড এ্যাপ্রেনটিস-এর ১১২ টি পদের পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র ফাঁসের অভিযোগের বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে। তাছাড়া আমিন-কানুনগো পদের পরীক্ষা গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। ফলাফল খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। জিএম (পশ্চিম) জানান যে, ছাড়পত্র প্রদানকৃত পদের মধ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরীর পশ্চিমের পদের সংখ্যা ছিল ৪৬১। তার মধ্যে ৩২৫ টি পদে নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। ২৭ ক্যাটাগরীর মধ্যে ২২ ক্যাটাগরীর পদে নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। ৫ ক্যাটগরীর নিয়োগ বাকি আছে। সভাপতি দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্নের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত:

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে
(১)	নিয়োগ সংক্রান্ত চলমান মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতঃ নিয়োগ সম্পাদন করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/(আইন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে ৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(২)	নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যথাযথ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে সততা ও নিরপেক্ষতার সাথে নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে।	
(৩)	নিয়োগ কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	

		৪। যুগ্ম-সচিব (আইন)/(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৫। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৬। সিওপিএস(পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম।
(৪)	দ্রুততার সাথে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	

৪.৪। রেলওয়ের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি এবং পরিচালন ব্যয় হ্রাসঃ

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, রেলওয়ের আয় বৃদ্ধির যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত লক্ষ্যমাত্রা চিহ্নিত করাসহ একটি সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরীপূর্বক প্রেরণের জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে যাত্রী, মালামাল/পার্শ্বেল, ভূ-সম্পত্তি ও অন্যান্য উৎস হতে ১০৩১.১৮ কোটি টাকা আয় হয় । তিনি জানান ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিভিন্ন কোডে বিআর এর আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ১৩৫০ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুলাই /১৬ হতে মার্চ/২০১৭ মাস পর্যন্ত ৯২৯ কোটি টাকা আয় হয়ে ছে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে মহা-ব্যবস্থাপকগণকে পত্র দ্বারা নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত:

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে
(১)	রেলওয়ের আয় বৃদ্ধির যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন/আর এস), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। মহাব্যবস্থাপক (পর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(২)	রাজস্ব আদায়ের সকল ক্ষেত্রে চিহ্নিত করাসহ একটি সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরী পূর্বক মন্ত্রণালয়ে অগ্রগতির বাস্তব অবস্থা প্রতিমাসে প্রেরণ করতে হবে।	
(৩)	সমন্বয় সভায় নিয়মিত রাজস্ব আদায়ের হালনাগাদ তথ্য পেশ করতে হবে।	

৪.৫। বাংলাদেশ রেলওয়ের জমিতে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রমঃ

আলোচনাঃ

সভায় বিগত ৬ মাসে রেলওয়ের জমিতে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপভাবে উপস্থাপন করা হয়।

মাসের নাম	উদ্ধারকৃত জমির পরিমাণ (একর)		
	পূর্বাঞ্চল	পশ্চিমাঞ্চল	মোট
নভেম্বর/১৬	১১.২০	৪.৮১	১৬.০১
ডিসেম্বর/১৬	৬.৬০	৪.২১	১০.৮১
জানুয়ারি/১৭	৫.২০	৪.০৫	৯.২৫
ফেব্রুয়ারি/১৭	২৩.৬০	১.৪২	২৫.০২
মার্চ/১৭	৪.১৭	১৪.৯৭	১৯.১৪
এপ্রিল/২০১৭	১৪.২৫	২.৫৪	১৬.৭৯
৬ মাসে মোট	৬৫.০২	৩২.০২	৯৭.০২

ডিজি, বিআর জানান যে, মাঠ পর্যায়ের সকল দপ্তরের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম) চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। উচ্ছেদকৃত জায়গা যাতে পুনরায় বেদখল না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/ রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

এ বিষয়ে সভাপতি বলেন যে, রেলওয়ের ভূমি অবৈধ দখলদারদের নিকট হতে উদ্ধারের লক্ষ্যে উচ্ছদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হলেও দেখা যায় যে পুনরায় তা বেদখল হয়ে যায়। এ বিষয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। তিনি রেলভূমি উদ্ধার এবং উদ্ধারকৃত জমি কিভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে এ বিষয়ে সকলের মতামত জানতে চান। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব) জানান যে, ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে রেল লাইনের দু'পাশসহ রেলভুমিতে স্থাপিত সকল অবৈধ স্থাপন উচ্ছেদ অভিযান নিয়মিভাবে পরিচালনা করা হয়। পরবর্তীতে স্থানীয় প্রভাবশালী, মাস্তানচক্র ইত্যাদি সামাজিক সমস্যার কারণে দেখা যায় যে, উচ্ছেদকৃত জমিতে আবার ভাসমান দোকান/স্থাপনা নির্মাণ করা হয়। রেলের যে সকল জায়গা অবৈধ দখলদারদের নিকট হতে দখলমুক্ত করা হয় সে জমিতে বৃক্ষরোপন করা যায় কিনা এ বিষয়ে সভাপতি জানতে চান। প্রধান ভু-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব) বলেন যে, উচ্ছেদকৃত রেল ভূমি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রেলওয়ে প্রকৌশল বিভাগের। উচ্ছেদ করার বিষয়টি অবহিত করলে রেলওয়ের প্রকৌশল বিভাগ গাছ লাগানোর বিষয়টি বিবেচনায় নিতে পারে। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পশ্চিম) জানান যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে গাছ পড়ে গিয়ে রেল লাইন ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে বিধায় রেললাইন সংলগ্ন গাছ লাগানোর বিধান নেই। তবে পরিমিত দূরত্বে তাল,

খেজুর ইত্যাদি একদন্ডের গাছ লাগানো যেতে পারে। তিনি আরো জানান যে, যদিও অবৈধভাবে দখলকৃত রেলভূমি দখলমুক্ত করার দায়িত্ব রেলওয়ে ভূ-সম্পত্তি বিভাগের, কিন্তু দখলমুক্ত জমি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রেলওয়ে প্রকৌশল বিভাগের। বিভিন্ন দপ্তরের বিভিন্ন দায়িত্ব থাকার কারণে সমন্বয়ের অভাব দেখা দেয় ফলে এ জাতীয় অসুবিধায় সৃষ্টি হয়। সভাপতি বলেন যে, এ সমস্যা হতে উত্তরণকল্পে কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য Stake-holder-দের সাথে রেলভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত workshop করা যেতে পারে। তিনি আরো বলেন যে, সংসদীয় কমিটিতে উচ্ছেদ সংক্রান্ত যে presentation করা হয়, তাতে যদি Google Earth হতে ছবি নিয়ে প্রদর্শন করা হয় তবে কোন জায়গায় কতটুকু জমি উদ্ধার করা হয়েছে তা সহজেই বোঝা যাবে।

ডিজি, বিআর আরো জানান যে, কিছু কিছু এলাকা রয়েছে যেখানে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হলেও তা বেদখল হয়ে যায়, যেমনঃ কারওয়ান বাজার ও তেজগাঁও এলাকা। কিছু সামাজিক সমস্যার কারণে এ সকল এলাকা দখলমুক্ত রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া রেলওয়ের হাজার কিঃ মিঃ বিস্তৃত সম্পত্তি রক্ষার্থে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করাও দুরূহ ব্যাপার। গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা/এলাকা যেমনঃ চট্টগ্রাম আইস ফ্যাক্টরী, তেজগাঁও এলাকায় বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি জানান যে, পরিস্থিতি যাই হোকনা কেন, উচ্ছেদ কার্যক্রম চলমান/অব্যাহত রাখতে হবে। সভাপতি বলেন যে, অস্থায়ী দোকান/স্থাপনা যেকোন সময় উচ্ছেদ করা যেতে পারে কিন্তু স্থায়ী কাঠামো নির্মাণ করলে তা সরানো কঠিন এবং এতে আইনী বাধ্যবাধকতাও রয়েছে। তিনি উচ্ছেদকৃত জায়গায় স্থায়ী কাঠামো নির্মাণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার বিষয়ে জোর দেন। বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলপথ মন্ত্রণালয় এর কর্মকর্তা সমন্বয়ে রেলওয়ের অবৈধ স্থাপনায় উচ্ছেদ সংক্রান্ত কমিটি গঠন করা যেতে পারে মর্মে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

অতিরিক্ত সচিব জানান যে, রেলের জমি বেদখল হওয়ার একটি বড় কারণ হচ্ছে এ সকল জমি যথাযথভাবে রেলের নামে রেকর্ড করা হয়নি। দেশের বিভিন্ন এলাকায় জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়নের কাজ চলমান আছে। এ সব এলাকার রেলভূমি সঠিকভাবে রেকর্ড সম্পন্নের বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী। অতিরিক্ত সচিব (আইন) জানান যে, রেলের মামলা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যথাসময়ে এবং সঠিকভাবে দাখিল করা হয়না। সংশ্লিষ্ট আইন কর্মকর্তার কাছে কাগজ চাওয়া হলে তিনি জানান যে Estate হতে কাগজপত্র দেয়া হয়না এবং তিনি নিজেও কাগজপত্র চাননি। এহেন পরিস্থিতিতে রেলের পক্ষে মামলার রায় পাওয়া সম্ভবপর হবেনা মর্মে অতিরিক্ত সচিব (আইন) আশংকা প্রকাশ করেন। রেলের জমির জরিপ কার্যক্রম প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, আইনী বাধ্যবাধকতা না থাকলে যেসকল এলাকায় রেলের জমি রয়েছে এবং জরিপ কার্যক্রম চলমান, সেসকল এলাকায় রেল মৌজা গঠনের বিষয়ে জরিপ অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত:

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে
(১)	মাঠ পর্যায়ের সকল দপ্তরের সাথে যথাযথ সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ। ৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৬। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম)।
(২)	ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে রেল লাইনের দুই পার্শ্বসহ বাংলাদেশ রেলওয়ের জমিতে অবস্থিত সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করতে হবে এবং উচ্ছেদকৃত জায়গা যাতে পুনরায় বেদখল না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।	
(৩)	প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে পূর্ববর্তী মাসের উচ্ছেদ কার্যক্রমের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	
(৪)	কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে “রেল ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত” workshop এর আয়োজন করতে হবে।	
(৫)	রেলের উচ্ছেদকৃত জমিতে কেউ যেন স্থায়ী কাঠামো নির্মাণ করতে না পারে সে বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	
(৬)	রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে-এর কর্মকর্তা সমন্বয়ে রেলওয়ে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ সংক্রান্ত কমিটি গঠন করতে হবে।	
(৭)	আইনী বাধ্যবাধকতা না থাকলে যে সকল এলাকায় রেলের জমি রয়েছে এবং জরিপ কার্যক্রম চলমান, সে সকল এলকায় রেল মৌজা গঠনের বিষয়ে ডিজি, বিআর জরিপ অধিদপ্তর এর সাথে যোগাযোগ করবেন।	

৪.৬ বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি।

আলোচনাঃ

সভায় বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তির বিষয়ে আলোচনা হয়। এপ্রিল/২০১৭ মাসে পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে কোন নতুন মামলা দায়ের হয়নি। এ মাসে উভয় অঞ্চলে মামলা নিষ্পত্তি হয়নি। উভয় অঞ্চলে দায়েরকৃত মোট সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা ২৭৩টি, মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ১০৯টি এবং মোট অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ১৬৪টি। এপ্রিল/২০১৭ মাসে মোট আদায় ৩২৪৫৮১/-টাকা, তন্মধ্যে পূর্বাঞ্চলে ১৩৯৫৮১/- টাকা এবং পশ্চিমাঞ্চলে ১৮৫০০০/- টাকা। উভয় অঞ্চলে মোট দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ ১০,০২,৫৯,৪২৭/-টাকা। মোট অনাদায়ী টাকার পরিমাণ ৯,৯৫,০২৪৬০/- টাকা ।

ডিজি, বিআর জানান যে, পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। উভয় অঞ্চলের সার্টিফিকেট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাচারীভিত্তিক দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছে। বকেয়া আদায়ের তৎপরতা জোরদার করাসহ প্রয়োজনে নতুন মামলা দায়ের করার জন্য সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

পূর্বাঞ্চলের ও পশ্চিমাঞ্চলের বিগত ০৬ মাস (নভেম্বর/১৬ হতে এপ্রিল/১৭) এর আদায় মাসওয়ারী নিম্নরূপঃ

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

মাস	পূর্বাঞ্চল	পশ্চিমাঞ্চল	মোট
নভেম্বর/১৬	৩.৩৮	১.৩২	৪.৭০
ডিসেম্বর/১৬	০.৮৭	১.৪৬	২.৩৩
জনুয়ারী/১৭	১.১৭	১.৮০	২.৯৭
ফেব্রম্নয়ারি/১৭	২.৫৭	১.৮২	৪.৩৯
মার্চ/১৭	২.২০	১.৮২	৪.০২
এপ্রিল/১৭	১.৪০	১.৮৫	৩.২৫
মোট=	১১.৫৯	১০.০৭	২১.৬৬

সভাপতিকে অবহিত করা হয় যে, পূর্বাঞ্চলে ০৮ জেলায় এবং পশ্চিমাঞ্চলে ০৯ টি জেলায় রেলের সার্টিফিকেট মামলা রয়েছে। দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দুই অঞ্চলের ১৭টি জেলার সার্টিফিকেট অফিসারদের সাথে সমন্বয় করতে হয় যাতে রেলের মামলাগুলো একটি নির্দিষ্ট দিনে করা হয় ।

সভায় আলোচনা হয় যে, এ্যাডভেলোরেম কোর্ট ফি দিয়ে সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করতে হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ না থাকায় বহু সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করা হয়না। তাছাড়া লোকবল সংকটও রয়েছে। সভায় জানানো হয় যে, সার্টিফিকেট মামলা করার ক্ষেত্রে এ্যাডভেলোরেম কোর্ট ফি বাবদ ব্যয় নির্বাহ করার জন্য কোড ও বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সার্টিফিকেট মামলা দায়েরের চাহিদা প্রদান করা হলে কোর্ট ফি খাতে বরাদ্দ দেয়া যাবে। সভায় আরো আলোচনা হয় যে, পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করে সফলতা লাভ করা গেলে সার্টিফিকেট মামলা না করা শ্রেয় হবে।

সিদ্ধান্ত:

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে
(১)	পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বকেয়া আদায়ের তৎপরতা জোরদার করতে হবে। প্রয়োজনে নতুন মামলা দায়েরের ব্যবস্থা নিতে হবে। বকেয়া আদায়ের পরিমাণ বাড়াতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। উপ-সচিব (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
(২)	পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের বিগত ০৬ মাসের আদায় মাসওয়ারী ছকে প্রতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	
(৩)	সার্টিফিকেট মামলা দায়েরের জন্য চাহিদা প্রদান করতে হবে।	
(৪)	বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ সমন্বয় সভায় উপস্থিত থাকবেন।	
(৫)	যে সকল জেলায় রেলের সার্টিফিকেট মামলা চলমান সেসকল জেলার সার্টিফিকেট অফিসারদের সাথে যোগাযোগ করে মামলা পরিচালনার তারিখ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে ও নির্ধারিত তারিখে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে এবং মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	
(৬)	রেলের সার্টিফিকেট মামলাগুলো যাতে একটি নির্দিষ্ট দিনে করা হয় এ বিষয়ে সার্টিফিকেট অফিসারকে অনুরোধ জানাতে হবে।	

৪.৭ বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌর কর পরিশোধঃ

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, পৌরসভাসমূহের বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট প্রাপ্য অর্থের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের জন্য অর্থ বিভাগকে পত্র লেখার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ভূমি সংস্কার বোর্ড এর ২৩.০৪.২০১৪ তারিখের পত্রের মাধ্যমে বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। তৎপ্রেক্ষিতে এ দপ্তরের ২০.১০.২০১৪ তারিখের পত্রের মাধ্যমে ২০০৫ সালের পর হতে হাল সন পর্য ন্ত ভূমি উন্নয়ন করের প্রকৃত দাবী ও ইতোমধ্যে পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ, বকেয়ার পরিমাণ ইত্যাদি তথ্য রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে চলতি ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের জন্য ১০.০০ কোটি টাকা এবং পশ্চিমাঞ্চলের জন্য ৭.০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়, যা হতে বিভিন্ন সং স্থার দাবী অনুযায়ী ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন করের অর্থ যেন ফেরৎ না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম,রাজশাহী, সিইও (পূর্ব/পশ্চিম) এবং ডিইও (ঢাকা/চট্টগ্রাম/পাকশী/লালমনিরহাট)- কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ এবং এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ খরচের বিষয় আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত:

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে
(১)	পৌরসভাসমূহের বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট পাওনা অর্থের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের জন্য অর্থ বিভাগকে পত্র দিতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/(বাজেট), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(২)	সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যাচাই করে প্রকৃত দাবি নির্ধারণ পূর্বক ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করতে হবে।	
(৩)	রেলওয়ের ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
(৪)	সাময়িক ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে camp collection এর ব্যবস্থা করতে হবে।	
(৫)	ভূমি উন্নয়ন করের অর্থ যেন ফেরত না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।	

৪.৮। বাংলাদেশ রেলওয়ের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিঃ

আলোচনাঃ

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করা হয়। মার্চ/২০১৭ পর্যন্ত অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৪,৬৯৩টি, নিষ্পত্তি হয়েছে ১৯টি, মোট অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা-১৪,৬৭৪টি। সাধারণ অনিষ্পন্ন-১৩,১৩১টি। অগ্রিম অনিষ্পন্ন-৯৫২টি। খসড়া অনিষ্পন্ন- ৫৯৭টি। নতুন আপত্তির সংখ্যা- ১৩টি।

ডিজি, বিআর জানান যে, ২৪.০৪.২০১৭ হতে ২১.০৫.২০১৭ তারিখ পর্য ন্ত ০৫ টি ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় সভা করার লক্ষ্যে বিভাগীয় প্রধানগণকে পত্র লেখা হয়েছে এবং সভার কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সভার কর্যক্রম চলমান আছে। ১৪.০৫.২০১৭ তারিখে জিএম/পশ্চিম দপ্তরে ০১ টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ২৫.০৫.২০১৭ তারিখে জিএম/পূর্ব দপ্তরে ০১ টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হবে। অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি মাসিক প্রতিবেদন আকারে প্রেরণ করা হয়েছে। মাসিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভাগীয় প্রধানগণকে ০৪.০৫.২০১৭ তারিখে পত্র লেখা হয়েছে।

অতিরিক্ত সচিব জানান যে, জবাব নির্দিষ্ট সময় পাওয়া যায়না। অডিটরগণ কোন কোন ক্ষেত্রে পাওনা টাকা আদায় হয়ে যাওয়ার পরও আপত্তি নিষ্পত্তি করেন না। ফলে অডিট আপত্তিগুলো অনিষ্পন্ন থেকে যায়। সাধারণ অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে জিএমগণ-কে আরও মনিটরিং বাড়াতে হবে মর্মে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত:

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে
(১)	প্রয়োজনীয় প্রমাণকসহ যথাসময়ে জবাব প্রদানপূর্বক অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। উপ-সচিব (অডিট), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
(২)	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম) কে প্রতি মাসে অ ন্ততঃ দু'বার নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করতে হবে এবং কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	
(৩)	ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমেও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
(৪)	অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রেরণ করতে হবে।	
(৫)	ব্যক্তিগত উদ্দ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
(৬)	সাধারণ অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে জিএমগণকে আরও মনিটরিং বাড়াতে হবে।	

৪.৯। ই-ফাইলিং/ই-টেন্ডারিং/উদ্ভাবনী বিষয়ঃ

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, রেলওয়েতে ই-ফাইলিং বিলম্বে শুরু হয়েছে। সিএসটিই/টেলিকম দপ্তরে ২২.০১.২০১৭ তারিখ হতে অভ্যন্তরীনভাবে ই-ফাইলিং চালু করা হয়েছে এবং ০১.০২.২০১৭ তারিখ মহাপরিচালক দপ্তরের সাথেও সংযুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে সিএসটিই/টেলিকম দপ্তরে ই-ফাইলিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম চালুকরণের নিমিত্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাগণকে ইতোমধ্যে ৪৭৮টি Corporate মেইল আইডি প্রদান করা হয়েছে। ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ পদেক্ষপ গ্রহণ করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৭ হতে সকল প্রকিউরিং এনটিটিকে ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়া অনুসর ণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির সকল ক্রয় কার্যক্রম ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়ায় করা হচ্ছে। এছাড়া কর্মকর্তা/প্রিকিউরিং এনটিটিদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ই-টেন্ডারিং কার্যক্রমে টেকনিক্যাল সাপোর্ট প্রদানের জন্য দোহাটেক নিউ মিডিয়া নামক কোম্পানীকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ পদেক্ষপ গ্রহণ করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৭ হতে সকল প্রকিউরিং এনটিটিকে ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়া অনুসর ণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির সকল ক্রয় কার্যক্রম ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়ায় করা হচ্ছে। এছাড়া কর্মকর্তা/প্রিকিউরিং এনটিটিদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ই-টেন্ডারিং কার্যক্রমে টেকনিক্যাল সাপোর্ট প্রদানের জন্য দোহাটেক নিউ মিডিয়া নামক কোম্পানীকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ে ই-ফাইলিং চালু করা হয়েছে। সকল শাখা হতে কোন ধরনের ফাইল ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে করা যাবে, তার তালিকা চাওয়া হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে ই-ফাইলিং পদ্ধতি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। কাজেই ই-ফাইলিং কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করতে হবে। ই-ফাইলিং এর উপর দ্রুত সভার আয়োজন করে এ বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

উদ্ভাবনী বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব বলেন যে, মন্ত্রণালয়ে ১টি ও বাংলাদেশ রেলওয়েতে ১টি ইনোভেশন টীম রয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের ইনোভেশন টীমে একজন সিনিয়র অফিসারের মনিটরিং প্রয়োজন। তৃণমূল পর্যায়ে ইনোভেশনের মেসেজ পৌছাতে হবে এবং সেখান হতে ইনোভেশন আইডিয়া আসতে হবে। এক্ষেত্রে মহাপরিচালকের সম্মতির প্রেক্ষিতে দুই অঞ্চলের যারা দপ্তর প্রধান রয়েছেন তাদের নিকট মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টীম ইনোভেশন আইডিয়া চেয়ে পত্র প্রেরণ করতে পারে এবং ইনোভেশন টিমের মিটিং-এ প্রাপ্ত আইডিয়াগুলো সম্পর্কে আলোচনা করে তা বাস্তবায়নের জন্য ডিজি, বিআর কে অনুরোধ জানানো হলে ইনোভেশন এর বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সম্ভব হবে।

সিদ্ধান্ত:

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে
১।	জরুরি ভিত্তিতে যথাযথ পদক্ষপ গ্রহণের মাধ্যমে ই-ফাইলিং ও ই-টেন্ডারিং চালু রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কোন সুনির্দিষ্ট কারন ছাড়া ই-টেন্ডারিং ব্যতিত সাধারণ দরপত্র আহবান গ্রহণযোগ্য হবে না।	১। অতিরিক্ত সচিব /অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। পরিচালক (সংগ্রহ), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২।	ই-ফাইলিং এর উপর দ্রুত সভা আহ্বান করে এ বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
৩।	উভয় অঞ্চলের দপ্তর প্রধানদের নিকট ইনোভেশন আইডিয়া চেয়ে মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম পত্র প্রেরণ করবেন।	

৪.১০। রেলওয়ে পুলিশ এবং রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর কার্যক্রমঃ

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ে ও জিআরপির দুই বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে সং শ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের অবহিত রেখে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার জন্য ইতোমধ্যেই সং শ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং সমন্বিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রাফিক বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন ট্রেনে নিয়মিতভাবে টিকেট চেকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়। টিকেট কালোবাজারী রোধে স্টেশনে কর্মরত বুকিং সহকারীদের ০৩ (তিন) বৎসর চাকুরী পূর্ণ হলে তাদেরকে নিয়মিত বদলীর জন্য সংশ্লিষ্টদের ইতোমধ্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

অতিরিক্ত মহা-পুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ সভায় জানান যে, রেলওয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স এর অধীন চট্টগ্রাম ও সৈয়দপুর রেলওয়ে জেলায় এপ্রিল/২০১৭ মাসে সর্বমোট ২ ৫১৭টি অভিযান পরিচালনা করা হয় এবং টিকিট কালোবাজারী, বিনা টিকিটে ভ্রমণকারী, ট্রেনের ছাদে ভ্রমণকারী, মাদক/ধুমপান, চোরাকারবারী ও অন্যান্য অপরাধে মোট ৩ ৩২৩ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি আরোও জানান যে, মাদকদ্রব্য ও চোরাচালান সংক্রান্ত ৪৯টি মামলায় মোট ৫৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সভাপতি রেলওয়ে পুলিশ কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের জন্য অতিরিক্ত মহা-পুলিশ পরিদর্শককে ধন্যবাদ জানান।

সভায় রেলওয়ে আইন, ১৮৯০-এর প্রয়োজনীয় সংশোধনীর বিষয়ে আলোচনা হয়। যুগ্ম-সচিব (আইন) জানান যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রেলওয়ে আইন, ১৮৯০-এর প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ আইনটি বাংলা করতে হবে। তবে আইনটির কোন কোন জায়গায় সংশোধন প্রয়োজন তার প্রস্তাব বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে আসা প্রয়োজন। সভাপতি বলেন যে, প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা থেকে আইনের কোন কোন জায়গায় amendment প্রয়োজন তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে পারে।

সিদ্ধান্ত:

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে
(১)	ট্রেনে অস্ত্র, মাদকসহ অন্যান্য চোরাইমাল পরিবহন প্রতিরোধকল্পে আরএনবি'র সাথে সমন্বয় পূর্বক আরপির নজরদারি ও তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ। ৩। যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম)।
(২)	বাংলাদেশ রেলওয়ে ও আরপির দুই বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের অবহিত রেখে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।	
(৩)	স্টেশনে কর্মরত বুকিং সহকারীদের ০৩ (তিন) বছর চাকুরি পূর্ণ হলে তাদেরকে নিয়মিত বদলির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
(৪)	রেলওয়ে আইন, ১৮৯০-এর amendment এর বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র উল্লেখপূর্বক বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করবে।	

৪.১১ বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিঃ

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, বিভাগীয় মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। মার্চ/২০১৭ মাসের জের ২৯৮ টি, এপ্রিল/১৭ মাসে নতুন মামলা হয়েছে ৩৭টি, নিষ্পত্তি হয়েছে ৫৫টি। এপ্রিল/২০১৭ মাসের জের ২৮০ টি । যে সকল বিভাগীয় মামলা ৬ মাসের অধিক পেন্ডিং রয়েছে সেগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে
(১)	বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(২)	যে সকল মামলা ৬ মাসের অধিক পেন্ডিং রয়েছে সেগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	

০৫। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মো: মোফাজ্জেল হোসেন)
ভারপ্রাপ্ত সচিব